দৈনিক সংবাদ

তারিখ 05 AUG 1997
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ২

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

লাগাতর ধর্মঘটের ৩৯ দিন ।। কর্তৃপক্ষের রহস্যজনক নীরবতা ।। ছাত্ররা বিপাকে

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় (কুষ্টিয়া), ৪ঠা আগস্ট (নিজস্ব সংবাদদাতা)।–ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের অপসারণের দাবিতে মুজিববাদী ছাত্রলীগ ও শিক্ষকদের লাগাতর ধর্মঘট, তালাবদ্ধ ও কর্মবিরতির ৩৯ দিন অতিবাহিত হলেও কর্তৃপক্ষের রহস্যজনক নীরবতার কারণে অবস্থার উন্নতি ঘটেনি। ছাত্রছাত্রী ও সাধারণ কর্মচারীরা পড়েছে বিপাকে। বিশ্ববিদ্যালয় খোলার দাবিতে বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন কর্মচারী সমিতি ও স্থানীয় রাজনৈতিক দল ও সচেতন মহল মিটিং মিছিল সমাবেশ ও বিবৃতি দিলেও তা কাজে আসেনি। জামাত ও বিএনপিপন্থী শিক্ষক সমিতি বলেছে বর্তমান অচলাবস্থা নিরসনের একমাত্র পথ বর্তমান উপাচার্যের পদত্যাগ ছাত্রলীগও অনুরূপ দাবি জানিয়েছে। গণতান্ত্রিক ছাত্রঐক্য বলেছে, ছাত্রলীগ ও শিক্ষকদের এই আন্দোলনের সাথে সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট কোন বিষয় জড়িত নেই। মুষ্টিমেয় মহলের স্বার্থে বিশ্ববিদ্যালয়ের ৭ হাজার ছাত্রছাত্রীর শিক্ষাজীবন বিপন্ন হতে দেয়া যায় না। কুষ্টিয়া জেলা আওয়ামী লীগের আহ্বায়ক এডভোকেট ইব্রাহীম হোসেন ও যুগ্ম আহ্বায়ক আবদুর রউফ, বিশ্ববিদ্যালয়ের অচলাবস্থার জন্য জামাতপন্থী শিক্ষক ও তাদের রাজনৈতিক দোসর বিএনপিপন্থী শিক্ষক ও কিছু স্বার্থান্বেষী শিক্ষক সরকারী দলের নাম ভাঙিয়ে সুবিধা আদায়কারী মহলকে দায়ী করেছে।

উপাচার্যের বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ ঃ ২৫শে জুন তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের অধীনে ফিকাহ শাস্ত্র ও মুসলিম দর্শন খোলায় প্রাথমিক প্রাক্কলিত ব্যয় নির্ধারণ বৈঠকের পর এই দু'টি বিষয় খোলার প্রতিবাদে ছাত্রলীগ, ছাত্রদল ও গণতান্ত্রিক ছাত্রঐক্য বিক্ষোভ মিছিল বের করে। ছাত্রলীগ ঐদিনই উপাচার্য অফিস ভাঙচুর ও তালাবদ্ধ করে। কর্তৃপক্ষ তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব স্থগিত করে। ছাত্রলীগ তাৎক্ষণিকভাবে উপাচার্যের বিরুদ্ধে দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতির অভিযোগ উত্থাপন করে তার অপসারণ দাবি করে। ক্যাম্পাস অচল হয়ে পড়ে। ঘটনার ৮/১০ দিন পর শিক্ষক সমিতি বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ থাকার ঘটনায় উপাচার্যকে প্রশাসনিকভাবে অদক্ষ ও অযোগ্য এবং তার বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ করে তাৎক্ষণিকভাবে সাংবাদিক সম্মেলনে উপাচার্যের পদত্যাগ দাবি করলে ক্যাম্পাস পরিস্থিতির অবনতি ঘটে। ব্যবস্থাপনা মাস্টার্স ও হিসাব বিজ্ঞান মাস্টার্সের চূড়ান্ত পরীক্ষাসহ ৫/৭ বিভাগের বিভিন্ন পরীক্ষা স্থগিত হয়ে যায়। উপাচার্যের বিরুদ্ধে বাস ভাড়া এবং মান্টা গমন বাবদ আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগ আনা হয়।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশ মোতাবেক উপাচার্য মাসিক বাসাভাড়া বাবদ পনের হাজার টাকা পাবে তবে বাসা কুষ্টিয়াতে হতে হবে। উপাচার্যের পরিবার চট্টগ্রামে থাকেন বিধায় তিনি চট্টগ্রামে বাসা ভাড়া বাবদ পনের হাজার টাকা গ্রহণ করেন এবং কুষ্টিয়াতে তিনি রেস্ট হাউজে একটি রুমে একা অবস্থান করেন এবং ২৫০ টাকা মাসিক ভাড়া দেন। বিষয়টি উপাচার্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে লিখিতভাবে জানানোর পরও শিক্ষা মন্ত্রণালয় কিছু জানায়নি বলে উপাচার্য কুষ্টিয়াতে বাসা না নিয়ে চট্টগ্রামে বাসা ভাড়া নিয়েছেন। মান্টা গমনের সময় অতিরিক্ত টাকা ব্যয় করা হয়েছে বলে শিক্ষক সমিতির অভিযোগের প্রেক্ষিতে উপাচার্য জানান, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অনুমতি এবং বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেট দ্বারা অনুমোদন নেওয়ার পরই তিনি মান্টা গমনের খরচ নিয়েছেন। এর বাইরে উপাচার্যের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ কাউকে তুলে ধরতে দেখা যায়নি।

পেস্টিজ রক্ষায় অচলাবস্থা দীর্ঘায়িত হচ্ছে ঃ ছাত্রলীগ ও শিক্ষক সমিতি উভয়ই অনিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের ফলে এক দফার আন্দোলনে উপনীত হয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে উভয় পক্ষই যোগাযোগ করে ব্যর্থ হয়ে ফিরে এসেছেন। শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং সরকারি দলের বড় একটি অংশ এই উপাচার্যকে রাখার পক্ষে। তাই সমস্যায় পড়েছে আন্দোলনকারীরা। নিজেদের প্রেস্টিজ রক্ষার্থে আন্দোলনে রয়েছে। ক্যাম্পাস পরিস্থিতি অচল থেকে অচলতর করার মধ্য দিয়েই তারা একটা সমাধান চান। সব শেষে তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর সরকারের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মুখ চেয়ে আছেন। প্রধানমন্ত্রী তার অফিসিয়াল ও ব্যক্তিগত কাজে দেশের বাইরে থাকায় ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্যা সমাধানে দেরি হচ্ছে। ৬ই আগস্ট প্রধানমন্ত্রী দেশে ফিরবেন। তার আগে বিশ্ববিদ্যালয়ের অচলাবস্থা নিরসনে কোন পথ দেখা যাচ্ছে না। তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর ৮৫ জন কর্মচারীর জুন মাস হতে চাকরির নবায়ন না করায় তাদের চাকরি যাওয়ার পথে। এ মাসের বেতন হচ্ছে শিক্ষক কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের। সকল ছাত্র–ছাত্রীরা বাড়ি পাড়ি জমিয়েছে।